রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০২৬ সনের ৩৯ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৪, ২০২৬

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং			পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮২৭—৮৪১	৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
			৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৫৩—১১৬০	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা		নাই
			(১)	. . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
			(২)	. . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই	(৩)	. . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই	(৪)	. . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই	(৫)	. . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৯৩—১২৩৬	(৬)	.... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩/৩১ আগস্ট ২০২৬

নং **০৫.০০.০০০০.১৮৩.২৭.০২৭.২৪-২৮**—যেহেতু, মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর অনুকূলে যুক্তরাষ্ট্রের Auburn University, Alabama-তে PhD in applied Economics (Interdepartmental) Aguriculture-এ অধ্যয়নের জন্য ১৯-০৮-২০১৯ হতে ৩১-০৫-২০২২ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। কোর্সটি সম্পন্ন করার জন্য উক্ত প্রেষণের ধারাবাহিকতায় তাঁর অনুকূলে ০১-০৬-২০২২ হতে ১৬-০২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণে এবং ১৭-০২-২০২৩ হতে ১৮-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অধ্যয়নছুটি মঞ্জুর করা হয়। উক্ত মেয়াদে শেষ হলে তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৪-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। চলমান পিএইচডি প্রোগ্রামটি সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করার জন্য তিনি পুনরায় ২৪-০৮-২০২৩ তারিখ হতে ৩১-১২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অধ্যয়ন ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন;

যেহেতু, তাঁর পিএইচডি কোর্সে ১৯-০৮-২০১৯ হতে ৩১-০৫-২০২২ তারিখ পর্যন্ত ও ০১-০৬-২০২২ হতে ১৬-০২-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রেষণও ১৭-০২-২০২৩ হতে ১৮-০৮-২০২৩ তারিখ অধ্যয়নছুটি মঞ্জুর করা হয়। পরবর্তীতে তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে অধ্যয়নের জন্য প্রেষণের মেয়াদ বৃদ্ধি এবং অধ্যায়নছুটি (অর্ধগড় বেতনে) মঞ্জুর হওয়ায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২৪-০৮-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) হিসাবে নিয়োগের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তী সময়ে তাঁর অধ্যয়নছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ (কর্মকালীন) সংক্রান্ত কমিটির সভায় নামঞ্জুর করা হয় এবং তাঁকে অনুমোদিত ছুটি শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করার জন্য পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি উক্ত আদেশ লঙ্ঘন করে অনুমোদিত ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করে ২৫-০৮-২০২৩ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০)-এর উল্লিখিত কার্যক্রম এবং অনুমতিসহ দেশত্যাগ করার পর অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত ৬০(ষাট) দিনের বেশি সময় অননুমোদিতভাবে বিদেশে অবস্থান করার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করা ও কর্তব্য কাজে চরম অবহেলা প্রদর্শন করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে বিভাগীয় কার্যধারা নম্বর ১৬/২০২৫ রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে কৈফিয়ত তলব করা হয়। তিনি জবাব দাখিল না করায় এবং অভিযোগের বিষয়ে অধিকতর তদন্তের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়তমান হওয়ায় তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা তদন্তপূর্বক মতামত প্রদান করেন; 'মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে';

যেহেতু তদন্ত কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক তাঁকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কেন তাঁকে প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তা জানতে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক ১০ মার্চ ২০২৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১৮৩.২৭.০২৭.২৪-১৩ নম্বর স্মারকে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় ও ই-মেইলে প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও তাঁর নিকট হতে কোন ধরনের জবাব পাওয়া যায়নি;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০)-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় এবং তাঁর নিকট হতে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর কোন জবাব প্রাপ্ত না হওয়ায় মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক তাকে প্রস্তাবিত 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়;

যেহেতু, উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(১০) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তাকে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদন্ড প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

যেহেতু, মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ২৫-০৮-২০২৩ তারিখ হতে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

সেহেতু, মিজ্ উম্মে হানী (১৭০৯০), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ২৫-০৮-২০২৩ তারিখ থেকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১০ ভাদ্র ১৪৩৩/২৫ আগস্ট ২০২৬

নং **০৫.০০০.০০০০.০০০.১৮৪.২৭.০০০১.২৫-৫৭**—যেহেতু, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-কে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখা হতে ০৮ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৯.১৯.০০৯.২৪. ৪৫৫ নম্বর স্মারকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে পদায়নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ ন্যস্ত করা হয়। সে প্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর হতে ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখের ০৫.৫৫.২৭০০.০১৫.০৬.০০৪.১৭.৫৮২ নম্বর স্মারকে জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯)-কে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে ন্যস্তকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য অবমুক্ত করা হয়। কিন্তু জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং২০৬৮৯) ২১ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এ যোগদান করেননি মর্মে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাঠ প্রশাসন-২ শাখাকে অবহিত করা হয়। মাঠ প্রশাসন-২ শাখার ০২-০১-২০২৫ তারিখের ০৫.০০.০০০.১৪১. ২৭.০২০.১৬.০১ নম্বর স্মারকে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৩৮.০১৯.০০১.২৫.১৪৩ নম্বর প্রজ্ঞাপনমূলে তাঁকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হিসেবে বদলিপূর্বক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যোগদান করেননি। ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে যোগদান না করার কারণে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে গত ২২-০৪-২০২৫ তারিখের ০৫.০০. ০০০০.১৮৪.২৭.০০০১.২৫.৯০ সংখ্যক স্মারকে ০৭/২০২৫ নম্বর বিভাগীয় কার্যধারা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী অভিযুক্তের বরাবর প্রেরণ করা হয়।

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর) গত ০১-০৫-২০২৫ তারিখে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন। তিনি তার জবাবে উল্লেখ করেন যে, গত ৩১ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর থেকে অবমুক্ত হবার পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে তার বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এর যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি যোগদান করেননি। তিনি জবাব দাখিল করলেও ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় তিনি তার লিখিত জবাবটিকে গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। অভিযুক্তের লিখিত জবাব এবং নথি পর্যালোচনায় উল্লিখিত অভিযোগের বিষয়ে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা ও প্রকৃত তথ্য উদঘাটনের নিমিত্ত অভিযোগটি তদন্ত করা প্রয়োজন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা বিভাগীয় কার্যধারাটি তদন্ত করে গত ২২-০৯-২০২৫ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তকারী কর্মকর্তা তাঁর তদন্ত প্রতিবেদনে সার্বিক পর্যালোচনায় নিম্নরূপ মতামত প্রদান করেন:

> "সরকারপক্ষ ও অভিযুক্তপক্ষে সমুদয় সাক্ষ্য-প্রমাণাদি ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার সংশ্লিষ্ট বিধিমতে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করে প্রতীয়মান হয় যে, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।"

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯) এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' এবং পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী চাকুরি হতে বরখাস্তকরণের গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ০৬-১১-২০২৫ তারিখে ০৫.০০.০০০০.০০০. ১৮৪.২৭.০০০১.২৫.১০৮ সংখ্যক স্মারকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার স্থায়ী ঠিকানায় এবং তার ব্যক্তিগত ই-মেইলে বিভাগীয় মালার তদন্ত প্রতিবেদনসহ দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয় কিন্তু তিনি জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-কে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৭(১০) অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-কে চাকুরি হতে বরখাস্ত করার গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধিতে উল্লিখিত 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Descrtion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন' এবং

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান(পরিচিতি নং ২০৬৮৯), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর)-এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Descrtion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত দণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধিমতে গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ০১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হতে 'চাকুরি হতে বরখাস্ত' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

অভ্যন্তরীণ নিয়োগ শাখা

শোক বার্তা

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪৩৩/২৪ আগস্ট ২০২৬

নং ০৫.০০.০০০০.১৩৮.১৮.০০০৪.২২.৬৯৫—জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ (১১৭৮২), সহকারী সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় (সংযুক্ত) গত ১৬-০৬-২০২৬ তারিখে সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন(ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

২। মরহুম জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ (১১৭৮২) গত ০১-১০-১৯৬৭ তারিখে খুলনা জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গত ০৫-০৫-১৯৯৬ তারিখে সরকারি চাকরিতে যোগদান করেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দপ্তরে দায়িত্ব পালন করেন।

৩। মরহুম জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ (১১৭৮২) চাকরি জীবনে অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ, দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও সদালাপী কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে এক পুত্রসন্তান, বহু আত্মীয়-স্বজন এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

৪। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার মরহুম জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ(১১৭৮২)-এর অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ এহছানুল হক
সিনিয়র সচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪৩৩/২৭ আগস্ট ২০২৬

নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৭১.২৬-৬৬০—যেহেতু, জনাব মোঃ আঃ ছত্তার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাঠালিয়া, ঝালকাঠী তার CMS User Id “assttar up” ব্যবহার করে একটি ওয়েব প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে “NID Information Pull” করেছেন এবং উক্ত প্রক্রিয়ায় দুষ্কৃতকারীরা যে কারোর এনআইডির পিডিএফ সংগ্রহ করে ডার্কওয়েবসহ যে কোন অনলাইন মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়ার ঝুঁকি রয়েছে মর্মে জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয় কর্তৃক পরিচালিত অনুসন্ধানে প্রমাণিত;

যেহেতু, অপরাধের মাত্রা ও প্রকৃতি বিবেচনায় জনস্বার্থে তাকে সরকারি কর্ম হতে বিরত রাখার আবশ্যক ও সমীচীন;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ১২(১) মোতাবেক জনাব মোঃ আঃ ছত্তার, উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), কাঠালিয়া, ঝালকাঠী-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

২। সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকাকলীন তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা (Subsistence Allowance) ও অন্যান্য আইনানুগ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ: ১৪ ভাদ্র ১৪৩৩/২৯ আগস্ট ২০২৬

স্মারক নং ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৫৭.২৫.৬৬৬—যেহেতু, জনাব এহসানুল কবীর ফেরদৌস(পরিচিতি নম্বর-১০৯২০০৩০), থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, উত্তরা, ঢাকা (সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা হিসেবে বদলির আদেশাধীন) ০৪-০৯-২০২৫ তারিখে ২১(একুশ) দিনের বহিঃ বাংলাদেশ ছুটিতে গমণ করে ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান করেননি; নির্বাচন কমিশন সবিচালয় হতে তাকে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য কারণ দর্শানো হলে তিনি কোন জবাব দাখিল করেননি;০২-১২-২০২৫ তারিখের স্মারক নম্বর-১৭.০০. ০০০০.০১৫.১৯.২৪.৭৫৫ মূলে তাকে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে বদলি ও তাৎক্ষণিক অবমুক্ত করা হলেও তিনি যোগদান করেননি; তিনি বিনানুমতিতে একাধারে ৬০(ষাট) দিনের অধিককাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন; তিনি বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদান না করে কর্তৃপক্ষের আইননুগ নির্দেশনা অমান্য করেছেন; তার এহেন শৃঙ্খলা পরিপন্থী কার্যকলাপের দায়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী ‘অসদাচরণ’ এবং বিধি ৩(গ) অনুযায়ী ‘পলায়ন’-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা নম্বর-০১/২০২৬ রুজু করা হয়;

যেহেতু, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের ২৫-০২-২০২৬ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০৫৭.২৫.৪৫৩ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী রেজিস্টার্ড ডাকযোগে তার বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরিত হলে তিনি বা তার পক্ষ হতে কেউ তা গ্রহণ না করায় ডাক ফেরত আসে; তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযোগনামার জবাব দাখিল কিংবা ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন না করায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ইউনুচ আলী, আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ঢাকা এর দাখিলকৃত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা তদন্ত চলাকালে স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতির জন্য কর্তৃপক্ষ বরাবর আবেদন করেন; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় গত ২৪-০৯-২০২৫ তারিখ হতে তাকে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করে; সে মোতাবেক অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত কার্য পরিচালনা করার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই মর্মে তদন্ত কর্মকর্তার নিকট প্রতীয়মান;

যেহেতু, নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণ দেখিয়ে ২৭-০৪-২০২৬ তারিখে স্বেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের আবেদন করেন; তৎপ্রেক্ষিতে ১৮-০৮-২০২৬ তারিখের ১৭.০০.০০০০.০০০.০১৫.৫৫.০০২৫. ২০-৩৮০ নম্বর স্মারক দ্বারা তাকে ২৪-০৯-২০২৫ তারিখ হতে সরকারি চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়;

সেহেতু, সার্বিক বিবেচনায় জনাব এহসানুল কবীর ফেরদৌস (পরিচিতি নম্বর-১০৯২০০৩০), থানা নির্বাচন কর্মকর্তা, উত্তরা, ঢাকা (সহকারী সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা হিসেবে বদলির আদেশাধীন)-কে চাকরি হতে অব্যাহতি প্রদানের তারিখ ২৪-০৯-২০২৫ হতে অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক অত্র বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আখতার আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ ভাদ্র ১৪৩৩/২৭ আগস্ট ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৯.৩৩.০০৭২.২৪.২১৫—রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ (১৯৫১ সনের ২৮ নং আইন) এর ১৪৪(৭) ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজা দু'টির স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হলো:

ক্রমিক নম্বর	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	শিট সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম	মন্তব্য
১	পুটিখালী	৪৫	১৩৭৫	৫	তালা	সাতক্ষীরা	-
২	ইসলামকাটী	৬১	১৪৮৩	৩	তালা	সাতক্ষীরা	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে ১২৫৬০/ ২৫ নং রিট পিটিশন দায়ের থাকায় রিট সংশ্লিষ্ট ৫৬৮ নং খতিয়ান ব্যতীত

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইব্রাহীম মিয়াজী
সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

প্রশাসন শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩/৩১ আগস্ট ২০২৬

নং ২৫.০০.০০০০.০৫৩.০০৩.০২২.৯৯-৩৫১—ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর ধারা ২(ক)-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের অথরাইজড অফিসার জনাব মোরতোজা আল মামুন-কে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান অধিভুক্ত এলাকায় ইমারত নির্মাণ আইন, ১৯৫২ এর অধীন 'অথরাইজড অফিসার' (Authorized Officer) হিসেবে ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মো: আবদুল হাই
সহকারী সচিব।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

প্রশাসন-৫ (প্রশাসন ও শৃঙ্খলা) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৯ ভাদ্র ১৪৩৩/২৪ আগস্ট ২০২৬

নং ৪১.০০.০০০০.০২০.২৭.০২১.২৬-২২০—যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বেড়া, পাবনা এর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্রঋণ তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতিপরায়ণের অভিযোগ আনয়ন করা হয়;

২। যেহেতু, জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বেড়া, পাবনা কর্তৃক প্রাক্তন কর্মস্থল উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, পাবনা সদর, পাবনায় কর্মকালীন পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (আরএসএস) ও পল্লী সমাজসেবা মাতৃকেন্দ্র(আরএমসি) খাতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাব থেকে টাকা উত্তোলন করে বিনিয়োগ না করে ১০,০৪,৫০০/- (দশ লক্ষ চার হাজার পাঁচশত) টাকা এবং ৯,৬০,০০০/- (নয় লক্ষ ষাট হাজার) টাকা আত্মসাৎ করেন;

৩। যেহেতু, পরবর্তীতে ০৮ মাস পরে উক্ত টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করেন। এছাড়াও আরএসএস, আরএমসি, দগ্ধ আহত ও প্রতিবন্ধী খাতের এবং ব্যাংক সুদের সর্বমোট ৮৭,৪০,৫০০/- (সাতাশি লক্ষ চল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা আত্মসাৎ করেন;

৪। যেহেতু, তন্মধ্যে ৬২,৯৪,০০০/-(বাষট্টি লক্ষ চুরানব্বই হাজার) টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে জমা প্রদান করেন এবং ২৪,৪৬,৫০০/- (চব্বিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার পাঁচশত) টাকা আত্মসাৎ করেন;

৫। যেহেতু, তাঁর এ ধরনের আচরণ অশোভনীয়, অসংগত ও চাকরি শৃঙ্খলা পরিপন্থী ও ফৌজদারি অপরাধ;

৬। যেহেতু, উল্লিখিত অভিযোগসমূহ "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৩(খ) ও (ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ ও দুর্নীতি"-তে লিপ্ত থাকার অভিযোগে "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর বিধি অনুযায়ী বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে; এবং

৭। যেহেতু "সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮"-এর বিধি ১২(১) অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ তাকে চাকরি হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করেন;

৮। সেহেতু, উক্ত বিধিমালার বিধি ১২(১) অনুযায়ী জনাব মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপজেলা সমাজসেবা অফিসার, বেড়া, পাবনা-কে চাকরি থেকে "সাময়িক বরখাস্ত" করা হলো;

৯। তিনি বিধি মোতাবেক খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন;

১০। বর্ণিত কর্মকর্তাকে সমাজসেবা অধিদপ্তর এর প্রধান কার্যালয়ে সংযুক্তিপূর্বক ন্যস্ত করা হলো।

১১। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
জেলা পরিষদ শাখা

শোকবার্তা

তারিখ: ১৬ ভাদ্র ১৪৩৩/৩১ আগস্ট ২০২৬

নং **৪৬.০৪২.০৩৩.০৩.০০.১৪৭.২০১১.১৯৫৯**—জেলা পরিষদ, পঞ্চগড়-এর প্রশাসক আলহাজ্ব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম গত ৩০ আগস্ট ২০২৬ তারিখ রাত ১০.১০ ঘটিকায় বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহবাগ, ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। স্থানীয় সরকার বিভাগ আলহাজ্ব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশসহ তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারে প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

মোঃ শহীদুল হাসান
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩/০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০৪০.২৫-৩৩৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে যোগদানের পর গত ২৭ জানুয়ারি ২০২৫ হতে ৩১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৫(পাঁচ) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটিতে অবস্থানকালে অসুস্থ হলে ৩১-০১-২০২৫ তারিখ হতে ২৮ দিন এবং ০১-০৩-২০২৫ তারিখ হতে ০৬ সপ্তাহের (৪২ দিন) বিশ্রাম গ্রহণ করেন। একইসাথে তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে অনুমোদন ব্যতীত পুনরায় ৩০-০৪-২০২৫ তারিখ হতে আরো ০৩ মাসের বিশ্রাম গ্রহণ করেন। কর্মস্থলে হাজির হওয়ার জন্য তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় নোটিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে হাজির হননি এবং অসুস্থতার কারণে কোনো ছুটির আবেদনও করেননি। অর্থাৎ তিনি চিকিৎসা ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিশ্রাম গ্রহণের আশ্রয় নিয়ে সুকৌশলে গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ হতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০৩৮/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায়, তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩) এর উপ-বিধি(১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' -এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

৭। সেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজ আল ফারুক (বিপি-৮৫১১১৪২৫৪০), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সুপারনিউমারারি পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহী-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ০১-০২-২০২৫ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৩.২৫-৩৩৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, রংপুর জেলা গত ০৩-০৯-২০২৪ তারিখ রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত আদেশমূলে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি গত ০৯-০১-২০২৫ তারিখ ০৬(ছয়) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি ভোগের নিমিত্ত কর্মস্থল ত্যাগ করেন। ছুটি শেষে গত ১৬-০১-২০২৫ তারিখ কর্মস্থলে যোগদান করার কথা থাকলেও তিনি করেননি এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষকে মৌখিক বা লিখিতভাবে অবহিত করেননি। অর্থাৎ তিনি গত ১৬-০১-২০২৫ তারিখ হতে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছে। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২১/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন(পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদন্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ তঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

৭। সেহেতু, জনাব মোঃ শাহজাহান (বিপি-৭৬০৬১২৫৯৮৩), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, চট্টগ্রামে সংযুক্ত ও সাবেক পুলিশ সুপার, রংপুর জেলা-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৬-০১-২০২৫ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৯.২৫-৩৩৫**—যেহেতু, জনাব মানস কুমার পোদ্দার (বিপি-৭৯০৬১১২৩৭৩), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত ইতো পূর্বে গত ০১-০৯-২০২৪ তারিখ সংযুক্তিমূলে ডিএমপি সদর দপ্তরে যোগদান করেন। এরপর থেকে তিনি ১৮-১০-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়ে বক্তব্য প্রদানের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ ও স্থানীয় ঠিকানায় পত্র প্রেরণ করা হলেও এ বিষয়ে তিনি লিখিত বা মৌখিকভাবে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২৭/২০২৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালন-পূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)' গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

৭। সেহেতু, জনাব মানস কুমার পোদ্দার (বিপি-৭৯০৬১১২৩৭৩), সাবেক উপ-পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা ও বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত এবং রেঞ্জ ডিআইজির কার্যালয়, বরিশালে সংযুক্ত-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৮-১০-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.০২৭.০২৫.২৪-৩৩৬**—যেহেতু, জনাব সঞ্জিত কুমার রায়, বিপিএম, পিপিএম, (বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭), বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত ইতোপূর্বে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিবি এডমিন এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস, ডিএমপি, ঢাকা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে গত ১৯-০৯-২০২৪ তারিখ তাঁকে হেডকোয়ার্টার্স অ্যান্ড এডমিন বিভাগ, ডিএমপি ঢাকায় সংযুক্তির আদেশ প্রদান করা হলেও তিনি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে গত ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তাঁকে কর্মস্থলে হাজির বা যোগদানের নিমিত্ত তাঁর বর্তমান/স্থায়ী ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানায় একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও অদ্যাবধি তিনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর এহেন কর্মকাণ্ড সরকারি দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে চরম অবহেলা ও সরকারি আইনানুগ আদেশ প্রতিপালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিভাগীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থি, যা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ২(খ) ও ২(চ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর আওতাভুক্ত এবং একই বিধিমালার ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা হতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উল্লিখিত অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে ০২০/২০২৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং

২। যেহেতু, কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিলের জন্য নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলেও তিনি তাঁর লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিল করেননি। একইসাথে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী লিখিত বক্তব্য/জবাব দাখিলের জন্য সময় বৃদ্ধিরও কোনো আবেদন করেননি। তদপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহের গুরুত্ব ও প্রকৃতি বিবেচনায় এবং অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপযোগ্য হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা সকল বিধি-বিধান প্রতিপালন পূর্বক তদন্ত শেষে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

৪। যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক দলিলপত্রাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হওয়ায় কেন তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) মোতাবেক চাকরি হতে বরখাস্ত বা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তার জবাব দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর৭(৯) বিধি মোতাবেক ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল করেননি; এবং

৫। যেহেতু, পরবর্তীতে বিভাগীয় মামলার সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ(Dismissal from service)-এর গুরুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধি-৬ মোতাবেক গুরুদণ্ডের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ চাওয়া হয়। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি-৪(৩)-এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)-এর গুরুদণ্ড প্রদানের নিমিত্ত গৃহীত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করে; এবং

৬। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখ তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ (Dismissal from service)'-এর গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

৭। সেহেতু, জনাব সঞ্জিত কুমার রায় (বিপি-৭২০৩০২৭৮০৭), সাবেক যুগ্ম পুলিশ কমিশনার, ডিবি এডমিন এন্ড সাপোর্ট সার্ভিস, ডিএমপি, ঢাকা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) এবং ৩(গ) বিধি অনুসারে যথাক্রমে 'অসদাচরণ (Misconduct)' ও 'পলায়ন (Desertion)'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) এর উপ-বিধি (১)(ঘ) অনুযায়ী গত ১৭-০৯-২০২৪ তারিখ হতে তাঁকে **'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ** (Dismissal from service)-এর গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ১৮ ভাদ্র ১৪৩৩/০২ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৫৭.২৫-৪০৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সহকারী পরিচালক (এএসপি) হিসেবে পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ এ কর্মকালীন গত ২২-০১-২০২৫ তারিখ হতে ২৩-০১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০২(দুই) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি এবং ২৪-০১-২০২৫ তারিখ হতে ২৫-০১-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০২(দুই) দিনের অনুমতি ছুটি ভোগের উদ্দেশ্যে কর্মস্থল হতে প্রস্থান করেন।তিনি ছুটি এবং অসুস্থতাজনিত বিশ্রাম শেষে ২৬-০১-২০২৫ তারিখ কর্মস্থলে হাজির না হয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে নিয়ম-বহির্ভূতভাবে অনুপস্থিত থাকেন। এ বিষয়ে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় একাধিকবার নোটিশ প্রেরণ করা হলেও তিনি কর্মস্থলে যোগদান করেননি বা তার অবস্থান সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁর অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী স্ত্রীর কাছে চলে যান। অর্থাৎ তিনি গত ২৬-০১-২০২৫ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০(ষাট) দিনের বেশি হওয়ায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০৬-০৮-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ ও 'পলায়ন-এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক (মামলা নং ১৫৭/২০২৫) কারণ দর্শানো হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ১২-০১-২০২৬ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২৯-০৪-২০২৬ তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত২৪-০৫-২০২৬ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব যথাসময়ে প্রদান করেননি; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন(পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ০৬-০৭-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ২৯-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁকে "চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরার্শ প্রদান করে; এবং

৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সাবেক সহকারী পরিচালক (এএসপি)-কে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ দালাল (বিপি-৭৭০৬১১৯৭০৫), সাবেক সহকারী পরিচালক (এএসপি), পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশ-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর দায় রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়নের তারিখ ২৬-০১-২০২৫ থেকে "চাকুরি হইতে বরখাস্ত" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০১৫৬.২৫-৪০৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, পিপিএম-বার (বিপি-৮৭১২১৪৭৭৭৫), অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার হিসেবে বিএমপি, বরিশাল-এ কর্মকালীন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে গত ০৯-০৩-২০২৫ তারিখ অপরাহ্ন হতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন। তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় একাধিকবার নোটিশ প্রেরণ এবং ব্যক্তিগত হোয়াটসঅ্যাপ ও ই-মেইলে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হলেও তিনি কোনো জবাব প্রদান করেননি। কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত এবং তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতিকাল ৬০(ষাট) দিনের বেশি হওয়ায় পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০৭-০৮-২০২৫ তারিখ তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-০৮-২০২৫ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও৩(গ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং ১৫৬/২০২৫) রুজুপূর্বক কারণ দর্শানো হয়; এবং

২। যেহেতু, তিনি কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান না করায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক গত ১৬-১০-২০২৫ তারিখ তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ১১-০১-২০২৬ তারিখে দাখিলকৃত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ০৯-০২-২০২৬ তারিখে তাঁকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব প্রদান করেননি; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন(পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯-এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ২২-০৬-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন গত ১৯-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁকে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, পিপিএম-বার (বিপি-৮৭১২১৪৭৭৭৫)-কে "চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

৬। সেহেতু, জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, পিপিএম-বার (বিপি-৮৭১২১৪৭৭৭৫), সাবেক অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার বিএমপি, বরিশাল-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে পলায়ণের তারিখ ০৯-০৩-২০২৫ থেকে "চাকুরি হইতে বরখাস্ত" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০০০.২৩৫.২৭.০০০৫.১৯-৪০৫**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (বিপি-৭৬০৮১২১৬৪৬), এসি, আরএমপি, রাজশাহী হিসেবে কর্মকালীন জনৈক অভিযোগকারী জনাব মোঃ কামরুজ্জামানকে পুলিশের এসআই পদে চাকরি দেয়ার শর্তে ১৭ (সতেরো) লক্ষ টাকা দাবী করেন। সে মোতাবেক গত ০৬-০৮-২০১৫; ১৮-০৮-২০১৫ ও ২২-০৯-২০১৫ তারিখে তিনি ডাচ বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের একাউন্ট নম্বর ১০১,১০৩,৬৭৯৬২২-এ মোট ২,৫০,০০০/-(দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং বিকাশের মাধ্যমে বিভিন্ন তারিখ ও সময়ে মোট ৩,০০,০০০/-(তিন লক্ষ) টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ৫,৫০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) ঢাকা গ্রহণ করেন। অভিযোগকারীর এসআই পদে চাকরি না হওয়ায় অভিযোগ অনুসন্ধান পর্যায়ে তিনি বহু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গত ১০-০৯-২০১৮ তারিখে অভিযোগকারীর একাউন্ট নম্বর ৭০১৮০৩, ইসলামী ব্যাংক, নিউমার্কেট শাখা, রাজশাহী-এ ৫,৩৯,৯২৩/-(পাঁচ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার নয়শত তেইশ) টাকা এবং ১১-০৯-২০১৮ তারিখে বিকাশের মাধ্যমে দুইবার ১২,২৪০/-(বারো হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা, অর্থাৎ সর্বমোট ৫,৫২,১৬৩/-(পাঁচ লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত তেষট্টি) টাকা ফেরত প্রদান করেন। সে পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক গত ১৯-১১-২০১৮ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও৩(গ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগ গত ৩১-০৭-২০১৯ তারিখে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক (মামলা নং ০৫/২০১৯) অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়; এবং

০২। যেহেতু, তিনি গত ১৮-০৮-২০১৯ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করে ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন এবং গত ১৩-০১-২০২১ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে তাঁর জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে গুরুদণ্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি থাকায় অভিযোগটি তদন্তের জন্য গত ০৮-০৩-২০২১ তারিখে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক গত ২১-০৮-২০২১ তারিখের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(গ) বিধি মোতাবেক তাঁকে 'চাকুরী হইতে অপসারণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক গত ১১-১০-২০২১ তারিখে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়। তিনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব যথাসময়ে প্রদান করেননি; এবং

৪। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ"-এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে "চাকুরী হইতে অপসারণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন(পরামর্শকরণ) রেগুলেশনস, ১৯৭৯ এর ৬ নং রেগুলেশন মোতাবেক উক্ত গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের জন্য গত ০৭-০১-২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনকে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন গত ২৯-০৭-২০২৬ তারিখে তাঁকে "চাকুরী হইতে অপসারণ" সূচক গুরুদন্ড আরোপ করা যায় মর্মে পরামর্শ প্রদান করে; এবং

৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৪(৬) বিধি অনুযায়ী জনাব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (বিপি-৭৬০৮১২১৬৪৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার-কে "চাকুরী হইতে অপসারণ" সূচক গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত ২৭-০৮-২০২৬ তারিখে সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

৬। সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান (বিপি-৭৬০৮১২১৬৪৬), অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, নেত্রকোণা (সাবেক এসি, আরএমপি, রাজশাহী)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি পরায়ণ" এর দায়ে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় প্রমাণিত অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(গ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড হিসেবে তাঁকে **"চাকুরী হইতে অপসারণ"** করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মনজুর মোর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ ভাদ্র ১৪৩৩/০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৭.২৪-১৮২**—যেহেতু, ডাঃ জি. এম. আব্দুল কুদ্দুস (গ্রেডেশন নং ১৭৪৬), উপজেলা প্রাণিসম্পাদ কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা, যশোর এর অনুকূলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের গত ০৮-১০-২০২৩ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৭.০৮.০০৫.২০২০-৫৮৭ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনে ছেলের উন্নত চিকিৎসার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমণের নিমিত্ত ০১-১০-২০২৩ তারিখ হতে ৩১-০১-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১২৩(একশত তেইশ) দিন অর্জিত ছুটি (বহিঃ বাংলাদেশ) মঞ্জুর করা হয়। তিনি গত ১০-১০-২০২৩ তারিখ অপরাহ্নে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, যশোর সদর, যশোর এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমণ করেন এবং অদ্যাবধি কর্তব্য ও কর্মস্থলে যোগদান করেননি। তার অনুমোদিত ছুটি গত ১১-০২-২০২৪ তারিখ শেষ হয়। তিনি উক্ত মঞ্জুরকৃত অর্জিত ছুটির (বহিঃ বাংলাদেশ) মেয়াদ শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করায় বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে তার বিরুদ্ধে মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৫/২০২৪ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ২৭-১০-২০২৪ তারিখের ৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৭.২৪-২৮৬ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করে তাকে কারণ দর্শানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ জি. এম. আব্দুল কুদ্দুস এর বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা এবং ব্যাক্তিগত ই-মেইল ঠিকানায় অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও অদ্যাবধি অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেননি। এ বিষয়ে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(৩) বিধিমতে অভিযোগটি তদন্ত করার জন্য জনাব শাহীনা ফেরদৌসী, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব শাহীনা ফেরদৌসী গত ৩০-০৩-২০২৬ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হয়। তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর ৭(৮) বিধি মোতাবেক তাকে কেন "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" সূচক গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না এ মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়; এবং

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ জি. এম. আব্দুল কুদ্দুস (গ্রেডেশন নং-১৭৪৬), এর নিকট দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ বর্তমান ঠিকানা, স্থায়ী ঠিকানা এবং ব্যক্তিগত ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মকর্তা অদ্যাবধি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেননি। অভিযুক্ত কর্মকর্তা ব্যক্তিগত জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী(শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৪-এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং প্রস্তাবিত গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন(পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯-এর প্রবিধান-৬ এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি-৭ এর উপ-বিধি ১০ মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পরামর্শ চাওয়া হয়। বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ডাঃ জি. এম. আব্দুল কুদ্দুস (গ্রেডেশন নং-১৭৪৬)-কে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে; এবং

৪। যেহেতু, ডাঃ জি.এম. আব্দুল কুদ্দুস (গ্রেডেশন নং ১৭৪৬), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা, যশোর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন;

৫। সেহেতু, ডাঃ জি. এম. আব্দুল কুদ্দুস (গ্রেডেশন নং ১৭৪৬), উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, ঝিকরগাছা, যশোর এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত এ বিভাগীয় মামলায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রস্তাবিত গুরুদণ্ডের সাথে একমত পোষণ করায় একই বিধিমালায় ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাকে পলায়নের তারিখ অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ থেকে 'চাকুরি হতে বরখাস্তকরণ' নামীয় গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো;

৬। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিগ্রহণ-১ শাখা
এলএ কেস নং-২২/১৯৬৮-৬৯

ঘ ফরম

১৯৪৮ সনের [১৩ নং আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ২২ ভাদ্র ১৪৩৩/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০০৩৭.২০.২৪৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক এলএ কেস নং-২২/১৯৬৮-৬৯ তারিখের আদেশ ধারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: ময়মনসিংহ, উপজেলা: হালুয়াঘাট, মৌজা: বানাই চিরিঙ্গিপাড়া, জেএল নং-০১

আরএস দাগ নং	এসএ খতিয়ান নং	দাগে মোট পরিমাণ (একর)	অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ (একর)
৬	৪	০.১৩	০.০৩
১৬৫	৩৩	০.৪৯	০.০৩
২০২	৩০	০.৯০	০.০৩
২৪২	-	-	০.০৩
২৪৪	২	০.১৫	০.০৩
২৪৮	৫৩	০.২৬	০.০৩
২৫৩	২৬	০.০৩	০.০৩
২৬৪	১৪	০.৩২	০.০৩
২৭২	২৬	০.১৩	০.০৩
২৯৩	১৫	০.২৭	০.০৯
২৯৪	৫৭	০.১৮	০.০৩
৩০৫	১৩	০.৫৪	০.০৩
৩৫৭	৪৩	০.৯৪	০.০৩
৪৩১	৫৭	১.২১	০.০৩
		সর্বমোট =	০.৪৮ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং-২৩/১৯৬৮-৬৯
ঘ ফরম
১৯৪৮ সনের [১৩ নং আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ২২ ভাদ্র ১৪৩৩/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং ৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০০৩৭.২০.২৪৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের (জরুরি) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক এলএ কেস নং-২৩/১৯৬৮-৬৯ তারিখের আদেশ ধারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারায় প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: ময়মনসিংহ, উপজেলা: হালুয়াঘাট, মৌজা: বাখাইতলা, জেএল নং-১২

এসএ দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট জমির পরিমাণ	হুকুম দখল প্রস্তাবকৃত জমির পরিমাণ (একর)
২১	২৫৬	২.৪১	.০৩
৩৪	২৪৪	.২৬	.০৩
৯৯	১৮	১.৭২	.০৬
৩০১	৪৮	১.৮৪	.০৩
৩০২	৪৮	১.০১	.০৩
৩০৮	২১৯	২.০৬	.০৬
৩১৫	৪৮	.৭১	.০৬
৩২১	২১৯	.১৯	.০৩
৩৩১	২১৮	.৩৮	.০৩
৩৩৯	৩৯	২.৫১	.০৩
৩৪৩	১৭০	.১৮	.০৩
৩৫৩	১১৫	৪.০৪	.০৯
৩৬৭	২১৭	.৮৯	.০৩
৩৭০	২১৭	২.৩৬	.০৩
৩৭৪	২২০	১.৪৬	.০৬
৩৭৯	৯৪	৪.৮১	.০৩
৩৮৭	১৬৫	৩.৪০	.০৬
৪১০	১৫৩	১.৪৬	.০৩
৪৩৯	১, ৩৬	৪.৮৫	.০৩
৫২৮	৫০	.৭৮	.১২
৫৮৭	২১৭	.৭২	.০৩
৫৯২	২২০	.৯৪	.০৬
		সর্বমোট =	০.৯৯

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

এলএ কেস নং-১৯/৭২-৭৩

ঘ ফরম

১৯৪৮ সনের [১৩ নং আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক]

তারিখ: ২২ ভাদ্র ১৪৩৩/০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬

নং **৩১.০০.০০০০.০০০.০৪৭.৩৪.০০৩৭.২০.২৪৪**—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সনের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সনের ১৩ নং আইন)-এর ৩ ধারা মোতাবেক এলএ কেস নং-১৯/১৯৭২-৭৩ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রইয়াছে; এবং

যেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল।

তফসিল

জেলা: ময়মনসিংহ, উপজেলা: ভালুকা, মৌজা: ভান্ডাবো, জেএল নং-১৮

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট পরিমাণ	বর্তমান শ্রেণি		হুকুম দখল প্রস্তাবকৃত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
			কান্দা	বাড়ী		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৩২৫	১০১	২.৮৯	.১২	-	.১২	আংশিক

দাগ নং	খতিয়ান নং	দাগে মোট পরিমাণ	বর্তমান শ্রেণি		হুকুম দখল প্রস্তাবকৃত জমির পরিমাণ (একর)	মন্তব্য
			কান্দা	বাড়ী		
১৩২৬	১৩৪	৪.৭৫	১.৫৪	.২০	১.৭৪	আংশিক
১৩২৭	১৩৪	.১১	-	.১১	.১১	পূর্ণ
১৩৩৬	৫	৪.৪৯	-	১.৫৭	১.৫৭	আংশিক
১৩৩৭	১৭৬	.০৪	-	.০৪	.০৪	পূর্ণ
১৩৩৮	১৭৭	.০৩	-	.০৩	.০৩	পূর্ণ
১৩৩৯	১৭৫	.০৪	-	.০৪	.০৪	পূর্ণ
১৩৪০	৫	.৯৭	-	.৯৭	.৯৭	পূর্ণ
১৩৪১	৫	৬.৪৮	১.১০	-	১.১০	আংশিক
১৩৮২	৭৮	.৬০	.৫০	.১০	.৬০	পূর্ণ
			৩.২৬	৩.০৬	৬.৩২	

মোট= ৬.৩২ একর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ
উপসচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ

সরকারি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪৩৩/৩০ আগস্ট ২০২৬

নং **৩৭.০০.০০০০.০৭৯.৯৯.০৯২.০৩(অংশ-২)-৫৩১**—বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বরাদ্দকৃত নিম্নোক্ত তফসিল অনুযায়ী (১৩.৭৫ কাঠা) জমির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

জমির তফসিল:

রেকর্ডের নাম	জেলা	থানা	মৌজা	জেএল নং	খতিয়ান নং	দাগ নং	জমির পরিমাণ
এস.এ	ঢাকা	লালবাগ	ধানমন্ডাই	০১ সিট নং-২	০২	১৭৫৬ (আংশিক) ১৭৫৭ (আংশিক) ১৭৬৬ (আংশিক)	১৩.৭৫ কাঠা/ ১৮০′ *৫৫′ (৯৯০০ বর্গফুট)
সিটি জরিপ	ঢাকা	ধানমন্ডি	ধানমন্ডি	০১১ সিট নং-২১	০২	৯৬১৩ (আংশিক)	১৩.৭৫ কাঠা/ ১৮০′ *৫৫′ (৯৯০০ বর্গফুট)

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সুলতান আহ্‌মেদ
সহকারী সচিব।